চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০ কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে

দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার মত করে বুঝ করে নিয়ে যায়। গোডাউন থেকে বাহিরে গেলে সেখানে কিছু ঘটলে এর দায়ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। তার পরও ডিলারকে যে লট থেকে চাল দেয়া হয়েছে সে লটের চাল এখানে মেপে সঠিক পেয়েছে তদন্তে আসা অফিসার।

ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বলেন, এক আধশো গ্রাম কম হলে সেটি নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না। যারা চাল কম পেয়েছে তারা সকলেই লিখিত ভাবে তদন্তে আসা অফিসারের নিকট দিয়েছে।

প্রথমিক তদন্তকারি অফিসার এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান বলেন, সরেজমিনে এসেছি যা পেলাম তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবো। সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা উপর মহল দেখবেন।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, যেহেতু এটি হতদরিদ্র মানুষের চাল প্রথমেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গরিব মানুষগুলো যাতে তাদের চালটি এখনই পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিলারকে ৩০ কেজি করে বুঝ করে বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে সদর উপজেলা পানিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা ও ফ্যামিলিপ্লানিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সির অবস্থাও শোচনীয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ এপ্রিল রাত পর্যন্ত আরও ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ ছয় বাংলাদেশি হলেন বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সভাপতি ঝন্টু সরকার, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রী পেয়ারা হোসেন বেবী, নরসিংদী জেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার বড় বোন হাসনা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমিরুল ইসলাম বাবলুর বাবা শফিকুর রহমান এবং মানিক মিয়া ও মোহাম্মদ খোকন (৫৪)।

এদিকে নিউজার্সির গভর্নর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দুই বেদনার যুদ্ধ ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধে মারা যাওয়া রাজ্যের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে করোনা মহামারী। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের লাশ গণকবরে দেওয়া হচ্ছে না বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার। তিনি বলেন, যদি কোনো বাংলাদেশির লাশ কোনো হাসপাতালে থাকে এবং কেউ দায় না নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সোসাইটির

সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যুগান্তর

গাংনীতে সরকারি আর্দেশ উপেক্ষা করে রড-সিমেন্টের দোকান খোলা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারি লকডাউন মেনে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে রয়েছে। সেখানে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে গাংনী বাজারের মেসার্স ট্রেডার্স হার্ডওয়ারের মালিক নাসির উদ্দিন প্রতিদিন দোকান খুলে লকডাউনের মধ্যেই চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। ফলে অন্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশাসনের “কঠোর অবস্থানের” কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যশোর, ঢাকা ও চট্ট্রগ্রাম জেলা থেকে ট্রাকের মাধ্যমে টন টন রড আসছে গাংনীতে। সেই সাথে আসছে বাহিরে কর্মরত মানুষ। যার ফলে করোনা ভাইরাস সংক্রমনের আশংকা রয়েছে। সেই রড খোলা বাজারে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করছে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন।

কেবল রডই নয়, ইট, সিমেন্ট, টিন, লোহালক্কড় এমনকি টাইলস সহ বহু পণ্যের দোকানও গোপনে খোলা রয়েছে গাংনীতে। মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের পাশে বসুন্ধরা পাড়া সংলগ্ন এলাকায় লকডাউন ঘোষণার পর থেকে দোকান খুলে রড সিমেন্ট বিক্রয় করছে মেসার্স ব্রাদার্স ট্রেডার্স হার্ডওয়ার এর মালিক নাসির উদ্দিন।

বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনীর টহল, পুলিশের তৎপরতা সর্বোপরি সরকারি নিষেধাজ্ঞা, সবকিছু উপেক্ষা করেই এক রকম বিনা বাধায় রমরমা ব্যবসা করে আসছেন নাসির উদ্দিন। প্রকাশ্যে রড, সিমেন্ট, বিক্রি করলেও লকডাউনের অজুহাতে এসব পণ্যের দামও রাখছেন বাড়তি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় গাংনী বাজারের কয়েকজন রড ব্যবসায়ী জানান, আমরা সরকারি নির্দেশ মোতাবেক দোকান বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছি। লকডাউন যেন আমাদের ওপরই এককভাবে চাপিয়ে দেয়া

হয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা ঘরে আছি। অথচ গাংনী বাজারের ব্রাদার্স ট্রেডার্সের মালিক নাসির উদ্দিন সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিদিন দোকান খোলা রেখে একা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। তার বিষয়ে প্রশাসন একেবারে নিরব।

সম্প্রতি স্থানীয় প্রশাসন এক প্রজ্ঞাপন জারি করে চাল, ডাল, কাঁচামালের মতো জরুরি নিত্য পণ্যের দোকান সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখার আদেশ দেয়। সমালোচনার মুখে সেই সময় সীমা আরো দুই ঘণ্টা বাড়ানো হলেও লকডাউনের এ পরিস্থিতিতে রড সিমেন্টের ব্যবসা কি করে চলে। প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা।

এব্যাপারে মেসার্স ব্রাদার্স ট্রেডার্সের মালিক নাসির উদ্দিন বলেন, আমার দোকানে তিনজন লেবার রয়েছে। ব্যবসা না করলে তাদের বেতন দেবো কী করে? অন্য দোকান বন্ধ রয়েছে এমন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গোপনে তারাও ব্যবসা করছে। আমার দোকানের সামনে দিয়ে প্রতিদিন প্রশাসন চলাফেরা করে আমাকে কেউ নিষেধ করেনি। আপনারা সাংবাদিক ছবি তুলছেন কেন।

এব্যাপারে গাংনী থানার (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, কেউ যদি সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে গাংনী বাজারে দোকান খোলা রাখে তার বিরুদ্ধে তদন্ত পূবক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান, তিনি ।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফির্সার দিলারা রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার সকল ব্যবসায়ীদের সরকারি নিদের্শ মোতাবেক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ যদি সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে দোকান খোলা রাখে তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় সরকারী আদেশ অমান্য করায় ২ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ২ জনকে ২ হাজার ৫’শ টাকা জরিমানা করেছে।

শহরের হাইরোডে টুম্পার মামুন বেকারীতে ও গোবিন্দপুরে সরকারী আদেশ অমান্য করে বাড়িতে রাজ মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে তাদের উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোডে টুম্পার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, পাউরুটি, কেক তৈরী করে্।

এ দিকে আজ মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে ট্রম্পার মামুন বেকারীকে অভিযান চালনায়।

এসময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরীর অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৫০ ধারা লঙ্ঘন করায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়ার শহরের গোবিন্দপুর গ্রামে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মৃত ইব্রাহিম আলীর ছেলে আব্দুল মজিদ বাড়িতে রাজমিস্ত্রেরী দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে দন্ডবিধি ২৬৯ ধারায় ৫’শ টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত

করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কর্মহীন, অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা সড়কে এসব বিতরণ করা হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে।

তাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে-খাওয়া দিনমজুর এসব মানুষগুলো। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আনরা জেলা শাখার উদ্যোগে এসব কর্মহীন মানুষের মাঝে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে অসহায় দিনমজুরদের পাশে সহযোগিতার জন্য সমাজের বিত্তশালীসহ জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহবানও জানান তিনি।

এসময় তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, যুগ্ন-আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন বিপুল, সদর উপজেলা শাখার সদস্য সচিব মেজবাহুর রহমান লিগার, দৈনিক সময়ের কাগজের বার্তা সম্পাদক নুরুন্নবী বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে বৃদ্ধের আত্বহত্যা

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে মশিউর রহমান খোকন(৫৫) নামের এক বৃদ্ধ আত্বহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটার দিকে পুরন্দরপুর পশ্চিমপাড়া ওহাবের ভাটার পাশের আম বাগানের ভিতর আমাগাছের সাথে গলায় রশি লাগিয়ে আত্বহত্যা করে। আত্বহননকারী দারিয়াপুর কাশারিপাড়ার মৃতঃ

নফল উদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২/৩ মাস আগে খোকন ব্রেনস্টোক করেন।তারপর থেকে তার চিকিৎসা চলমান ছিলো। মাঝে মাঝে তার মাথায় সমস্যা হত। আজকে সকালে সে একটি রশি হাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলো। পরে এগারোটার দিকে বাগানের ভিতর তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ লাশ নিচে নামায়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, মৃত্যুর খবর শোনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে যেয়ে কোন ধরনের সন্দেহমূলক কিছু পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়া পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এদিকে ঘটনা শোনার পর পরই মেহেরপুর সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী হাসপাতালের প্রধান অফিস সহকারী লিটনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মরর্ত থেকে মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউছার স্কীম (ডিএসএফ) এর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা হলে বিভিন্ন অদৃশ্য কারণে সে পার পেয়ে যায়।

তথ্য প্রমানাদি এবং তার লিখিত অনিয়মের স্বীকারোক্তি থাকলেও সংশিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশন কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করায় আসাদুল ইসলাম লিটন আজও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। তার দুর্নীতির কাছে গাংনী উপজেলা কমপেক্স প্রায় সকল কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। তার ভয়ে কমপেক্সের নার্সরা রোগিদের সেবা দেওয়া বন্ধ করে তার অফিসে বসে খোশ গল্পে মেতে থাকে।

একটি সূত্রে জানায়, আসাদুল ইসলাম (লিটন) রাজি খুশি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে, জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই লিটন? এর খুটির জোর কোথায়। তার পরেও সে আবারো গাংনী স্বাস্থ্য কমপেক্সের বাবুচি প্রয়াত ক জেম উদ্দীনের পেনশনের টাকা তুলতে গেলে তার পরিবারে কাছে থেকে পেনশনের অর্ধেক টাকা দাবী করে আসাদুল ইসলাম লিটন।

দাবী কৃত টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ফাইল আটকে রাখে প্রায় ৩ মাস ধরে সে মিথ্যা ভাবে হয়রানি করছে বলে তার পরিবারের সদস্যরা সাংবাদিকদের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন।

অভিযুক্তরা হলেন সাবেক আরএমও ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক আসাদুল ইসলাম লিটন, ষ্টোর কিপার, দবির উদ্দীন, ডিএসএফ’র কো অর্ডিনেটর সেলিনা আক্তার ও পরিসংখ্যান বিদ মনিরুল ইসলাম। গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বেতন হওয়া শর্তে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত কর্মচারী দীর্ঘ দিন ধরে বেতন পাই না।

পরে বেতনের সময় জনপ্রতি ৪হাজার করে টাকা ঘুষ দিতে হয় আসাদুল ইসলাম (লিটন) কে। গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের দিনমুজুর আলম হোসেনের কাছে থেকে সরকারী কাজ করিবার জন্য টাকা নেওয়া হয়। নতুন ভবনের নির্মাণ ৩০র্পাসেন্ট কাজ বাকী থাকলেও ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাজ
বুঝে নিয়েছেন সাবেক উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ও অফিস সহকারি আসাদুল ইমসলাম লিটন। সরকারি নিয়ম আছে সেবা উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে কাজ টি বুঝে নিতে হবে।

নতুন ভবনের সীমানা বাউন্ডারীর উপরে এ্যাংগেল দিয়ে ঘেরার কথা থাকলেও সেখানে ঘেরা হয়নি। নির্মাণধীন নতুন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর নতুন আসবাবপত্র দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে পুরাতন আসবাবপত্র দিয়ে কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গত জুন মাসে সরকারি ভাবে ভেষজ ঔষাধ ক্রয় বাবদ ৩ লক্ষ টাকা ও ভেষজ বাগান করিবার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আসে সেখানে ভেষজ ডাক্তার শাহিন আলী, লিটন ও সে সময় দায়িত্ব থাকালীন টিএইচও ৩ জনে মিলে ভুয়া কমিটির মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেন।

ভবনের ভিতরে বিদ্যুৎ কাজ করা হয়নি। প্লষ্টিক দ্রবাদি ফেলা ট্যাংকিও নিমার্ণ করা হয়নি। ময়লা ফেলার ট্যাংকি নির্মাণ করা হয় নি। এছাড়াও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রায় তিন বছর যাবত

জেনারেটর সেবা বন্ধ রয়েছে । উপজেলা প.প. কর্মকতা ও প্রধান অফিস

সহকারি মিলে অর্থ বছরের জেনারেটের সেবা দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকার ভুয়া বিল করে টাকা তুলে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২৯/০৭/১২ ইং তারিখে ০৫.৬৬৮.০১৮.১৮.০০.০০.৩০-২০১২-৫৩১ (৫) নং স্বারকে (মাতৃভাতা স্কিম) ডিএসএফ’র টাকা লুটপাট ও অনিয়মের অভিযোগে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) ব্যাপক অনিয়ম খুঁজে পায়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে পেশকৃত তদন্ত রির্পোট থেকে জানা গেছে, গত ২০১১/১২ অর্থবছরেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গোটা উপজেলাতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬৫০ জন। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪ হাজার ২৪২টি কার্ড। বাড়তি ৫৯২টি কার্ড ভুয়া গর্ভবতীদের নামে বিতরণ দেখিয়ে প্রায় ১৮লক্ষ টাকা আত্মসাত করেন। অনিয়মের বিষয় টি ২৮/০৭/১২ ইং তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত ভাবে জানিয়েছেন অভিযুক্ত কয়েক জন।

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তৎকালিন সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. হাসান আলী অনিয়ম রুখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া আরো উল্লেখ করা হয়েছে হিসাব রক্ষক আসাদুল ইসলাম লিটন ডিএসএফ’র দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা না হয়েও অজ্ঞাত কারনে দূর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও দূর্নীতি দমন কমিশন কুষ্টিয়া কার্যালয়ের উপ পরিচালক আব্দুল গাফফার জানান, ডিএসএফ’র ৬০ লক্ষ টাকা দূর্নীতির অভিযোগে ৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। শুধু ৫ জনই না তদন্তকালে যদি দূর্নীতির সাথে অন্যদের জড়িত থাকার প্রমান পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এছাড়া দূর্নীতি দমন কমিশন কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২৯/১০/১৪ ইং তারিখের ১১৭১ নং স্বারকে ২০১০/১১ ও ২০১১/১২ সালের সকল তথ্য চেয়ে আবাসিক মেডিকেল অফিসার বরাবর চিঠি দেয়া হয়। এব্যাপরে অভিযুক্তরা এ বিষয়ে কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন সাথে যোগাযোগ করিলে তার বিরুদ্ধে সংবাদ না লেখা জন্য বার বার অনুরোধ করে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর প:প:কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন, আমার কাছে অভিযোগ দিলে আমি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবো।

[redacted]

[redacted]